গণচিত্র

...প্রবেশ নিষেধ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
সুশীল ঘোষ

সঙ্গীত
সুধীন দাশগুপ্ত

গণচিত্রম্ (প্রাঃ) লিমিটেডের
প্রথম নিবেদন

প্রবেশ নিষেধ

কাহিনী
মিহির সেন
প্রযোজনা
হরিসাধন ভট্টাচার্য
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
সুশীল ঘোষ

সংগঠনে
শশধর ভট্টাচার্য ◦ কুমুদ রঞ্জন ঘোষ ◦ অরুণ বোস

চিত্রগ্রহণ	শব্দগ্রহণ	শিল্পনির্দেশ
রামানন্দ সেনগুপ্ত	জে, ডি, ইরানী	গৌর পোদ্দার
রসায়ন	**সম্পাদনা**	**রূপসজ্জা**
শৈলেন ঘোষাল	সৌরেন গুপ্ত	অনাথ মুখার্জী

ব্যবস্থাপনা : কেশব গুপ্ত

আলোক নিয়ন্ত্রণ
শান্তি সরকার ◦ হেমন্ত দাস ◦ মনোরঞ্জন দত্ত ◦ সুখরঞ্জন দত্ত
দেবেন দাস ◦ বিনয় ঘোষ

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত
সতীনাথ মুখার্জী * প্রতীমা ব্যানার্জী * দ্বিজেন মুখার্জী

সহকারীবৃন্দ
পরিচালনায় : দেবব্রত সেনগুপ্ত, গণেশ নন্দী, রণেশ বোস

চিত্রগ্রহণে	শব্দগ্রহণে	রূপসজ্জায়	সম্পাদনায়
সোনা মুখার্জী	সিদ্ধি নাগ	দুর্গা চ্যাটার্জী	রণেশ বোস

গীত রচনা—সুধীন দাশ গুপ্ত * হেমাঙ্গ বিশ্বাস

প্রধান চরিত্রে
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

—অন্যান্য চরিত্রে—
অমর মল্লিক, অনুপ কুমার, নৃপতি চ্যাটার্জী, জহর রায়, কালী সরকার, অতনু ঘোষ
শ্যাম লাহা, গঙ্গাপদ বোস, বেচু সিংহ শীতল ব্যানার্জী, মনি শ্রীমানী, প্রীতি মজুমদার
অমূল্য সান্যাল, যোগেশ দত্ত, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, কেদার মল্লিক, রবীন সাহা, কুশল চৌধুরী,
পদ্মাদেবী, নমিতা সিন্‌হা, মিতা চ্যাটার্জী, হাসি ব্যানার্জী, লতিকা দাশগুপ্তা,
কল্যাণী রায়চৌধুরী শ্রীলেখা রায়, মিসেস্ মেইজ্ এবং **সবিতাব্রত**

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী
ও ইন্দ্রপুরী ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

—একমাত্র পরিবেশক—
● চিত্রলোক ●

কাহিনী

বিধবা মা, বিবাহযোগ্যা বোন আর টি, বি, রুগী ভাই স্বপনকে নিয়েই তপন গুপ্তের সংসার। স্বপন এম, এ, পাস করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছে আজ প্রায় তিন বছর। ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারেনি তপন। তবু হাসিমুখে দিন-রাত সে সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছে। খবরের কাগজ বিক্রি—জীবনবীমার দালালী—ছোটো-খাটো টিউশনি—এই সব করেই দু'বেলায় দু'টো ভাতের যোগাড় করে। শয্যাশায়ী স্বপনের শিক্ষিত বিবেক দাদার এই অমানুষিক পরিশ্রম দেখে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে ওঠে—তাই সে রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়েই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরীর দরখাস্ত লিখেই চলেছে গত তিন বছর।

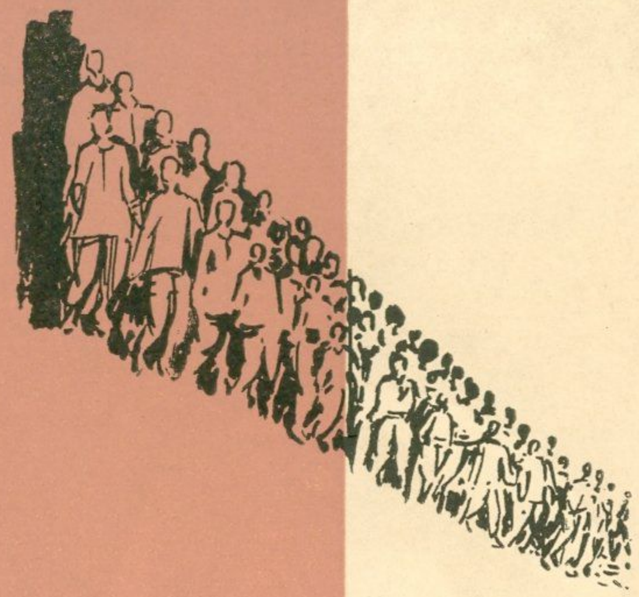

হঠাৎ একদিন একটা চাকরীর ইণ্টারভিউ লেটার এসে হাজির হয় স্বপনের নামে। স্বপন একেবারে আকাশ থেকে পড়ে। উত্তেজিত হয়ে সে চাকরী করতে যাবার জন্য উঠে বসে পড়ে। তপন বাধা দেয়—মা আর বোন উদ্বীগ্না হয়ে পড়ে। স্বপন উত্তেজনায় কাশতে কাশতে যন্ত্রণায় একেবারে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ছুটে আসে ডাক্তার। তপন স্বপনের উত্তেজনাকে সংযত করে তাকে আশ্বাস দেয় যে, সে নিজেই যেমন করেই হোক আরো কিছুদিন সংসারটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। স্বপনকে সে জীবন দিয়ে বাঁচাবে—মার মুখে হাসি ফোটাবে—বোনকে একটি ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেবে এই তার স্বপ্ন। তারপর স্বপন সেরে উঠলে দু'জনে মিলে চাকরী করে—বিয়ে করে সুখী ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলবে।

পৃথিবীর কাউকে না জানিয়েই গোপনে তপন একটা কাজ করে বসল। তার বুকের সাহস দেখে নিজেই মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অনেক চিন্তা—অনেক ভাবনা, বিবেকের সংগে অনেক লড়াই করে শেষ পর্য্যন্ত সে সিদ্ধান্ত করল স্বপনের নামের ঐ চাকরী সে নিজেই করবে। স্বপনের সার্টিফিকেট্‌গুলো নিয়ে সে ঐ অফিসে ইণ্টারভিউ দিতে গেল। স্বপনের ম্যাট্রিক থেকে এম. এ. পর্য্যন্ত সবসার্টিফিকেট্‌গুলোই সে সংগে নিয়েছে—তা' ছাড়াও আছে স্বপনের ফরাসী সাহিত্যের ওপর বিশেষ ডিপ্লোমা। অফিসের বড় সাহেব এই সব দেখে খুবই খুশী হলেন। তার পরদিন থেকেই তপন "স্বপন গুপ্ত এম, এ," হিসেবে চাকরী করতে আরম্ভ করে দিল।

উপস্থিত বুদ্ধিতে তপনের চিরটা কালই বেশ দক্ষতা আছে। অফিসের কাজে বহাল হয়ে দু'-পাঁচ দিনের মধ্যেই সে অফিসের সকলেরই মন জয় করে নিল। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ হালদার তার খুব বন্ধু হয়ে ওঠে। তারই কাছ থেকে কায়দা করে অফিসের কাজের ধারার সংগে তপন কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ পোক্ত হয়ে উঠল। বড় সাহেব তো খুবই খুশী।

এদিকে মার মুখে হাসি ফোটে—বোনের ছোটো-খাটো আবদার প্রশ্রয় পায়—স্বপনের আরো ভাল করে চিকিৎসা চলে, যাতে সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে। সব দিকটাই তপন বেশ সজাগ হয়ে চালিয়ে যায়। কিন্তু বিবেক-দংশনের হাত থেকে সে কিছুতেই রেহাই পায় না। সে যে জেনে শুনেই সমাজের কাছে একটা অপরাধ করে চলেছে—এই চিন্তাতেই সে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সব ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে তার। প্রতি পদে পদে মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়তে পড়তে কোথায় গিয়ে যে সে পৌঁছবে তার ঠিকানা খুঁজে পায় না। তবু ভাই-মা-বোন সংসারের কথা মনে হলেই সব কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ ভুলে গিয়ে আবার নতুন উদ্দমে কাজে এগিয়ে চলে—আরো সুন্দর এবং নিখুঁত ভাবেই "স্বপন গুপ্ত" সেজে অভিনয়ের দক্ষতা দেখায়। অফিসের কেরাণী, বড় বাবু, বড় সাহেব, বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হালদার এবং ষ্টেনোগ্রাফার মন্দিরা মিত্র সকলেই তপনের ব্যবহারে এবং কাজে কর্মে মুগ্ধ। বিশেষ করে মন্দিরার দিনের পর দিন তার দিকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসাটা তপনকে আরো বেশী বিচলিত করে তোলে। বেশ কিছুদিন পরে তপনেরও মনে হয়—সেও বোধ হয় মন্দিরাকে ভালবেসেই ফেলেছে। কিন্তু এও কি সম্ভব? সে যে চোর—অপরাধী! যেদিন সবাই তার আসল পরিচয় জানতে পারবে সেদিন কি এরা সবাই তাকে ঠিক একই ভাবে আগের মত গ্রহণ করতে পারবে? আরো একটা প্রশ্ন—সত্যিই কী সে অপরাধী?

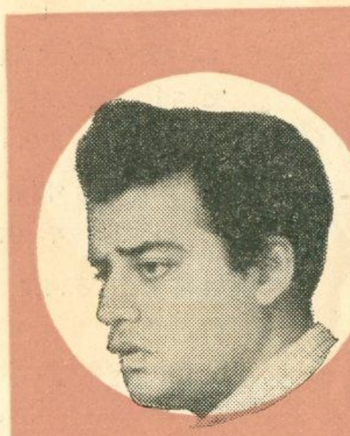

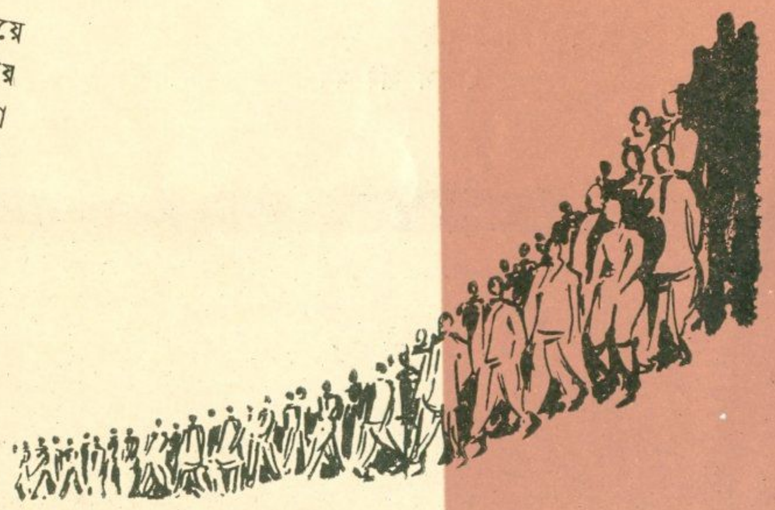

[১]

বাঁচবো রে বাঁচবো—
মোরা ভাঙ্গা বুকের পাঁজর দিয়া
নয়া বাংলা গড়বো।
ঘুচবে দেশের অন্ধকার
আসবে রে প্রাণের জোয়ার ॥
আমরা সবাই মিলে তালে তালে
আনন্দের এ গান গাইবো ॥

সঙ্গীতাংশ

[২]

মন নদীর গতি বোঝা ভার
ও মাঝি তুই কেমন করে
যাবিরে ওপার ?

অনেক খুঁজেও পাবিনে তুই
সেই সে নদীর তল।

অথই জলে ভাসিয়ে তরী
করবি টলমল
মেঘ হয়ে তুই আকাশকে হায়
বাঁধবি কত আর ?

অবুঝ ও মন কেউ জানে না
কখন কাঁদে হাসে
বাঁধন ছেঁড়ে কখন সে যে
বাঁধন ভালবাসে !

ভাবেসেই কখনও তুই
হারাস যদি মন

কাছে কাছে রাখিস রে তোর
ভালবাসার ধন।
ও মন চিনেও তবু অনেক মানুষ
চেনে না আবার ॥

[৩]

নীলপরী ঐ আকাশে নীল আঁচল মেলেছে,
নীলময়ূরী পাখায় তারার মুক্ত ঢেলেছে।
এই রাতে জোছনায়
মন যে গো হারিয়ে যায়
রূপকথার সেই দেশে কে ডাকে
আয়রে আয় ॥

ঝিকিমিকি তারা যেন জোনাক হয়ে জ্বলে
চুপি চুপি চাঁদ যেন আজ মনের কথাই বলে,
কঙ্কাবতীর কাঁকনে আজ
কি সুর বেজেছে,
রাজার কুমার মন যে আমার
তাই কি মেতেছে ?
কঙ্কন তার বাজে রিনি ঠিনি রিনি ঠিনি
হৃদয় বলে সে সুর আমি চিনি ওগো চিনি
এই রাতে‥‥‥‥‥আয়রে আয় ॥

[৪]

ওই ঝিল্ মিল্ নীল আকাশে
ওই রামধনুকের দেশে
তুমি আর আমি শুধু
চলো দু'জনে যাইগো ভেসে ॥
জানি না কেন এ ধরায় এসেছি
জানি না কেন এত ভালবেসেছি
ঝির ঝির বনতল
আজ কেন চঞ্চল
কিছু বলে যেন তাই ওগো আমারে হেসে ॥

জানি একদিন হারাবে এদিন
কিছুও তো হায় রবে না সেদিন
গানে গানে প্রাণ আজ উঠেছে দুলে
নিজেরে যেন গো তাই গিয়েছি ভুলে
ময়ূরীর মত ওই
তা তা থৈ তা তা থৈ
নাচে হৃদয় আমার আজ কোন. আবেশে ॥

আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

কালী ব্যানার্জী
মঞ্জুলা ব্যানার্জী
প্রবীর কুমার
তপতী • নমিতা
অনুপ কুমার
ছবি • পাহাড়ী
উৎপল • জহর রায়
সত্য ব্যানার্জী
ও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

অভিনীত

জি. শঙ্কর এণ্ড কলিলস্-এর

চোরাবালি

পরিচালনা - বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত - নচিকেতা ঘোষ

চি

চিত্রলোক প্রচার বিভাগ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস,
১৫৭এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত